দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 FEB 1996 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

বেতন ওঠানো হয়েছে মৃত শিক্ষকের নামেও

সংপুর আলিয়া মাদ্রাসায় সততার অভাব ॥ অধ্যক্ষের টাকা আত্মসাত

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ সিলেটের বিশ্বনাথ থানার সংপুর আলিয়া মাদ্রাসায় দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী এই মাদ্রাসাটির শিক্ষা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। বৈধ নিয়োগ ছাড়াই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজে অধ্যক্ষ সেজে নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাদ্রাসার লাখ লাখ টাকা আত্মসাত, ভুয়া শিক্ষকদের নামে বেতন উত্তোলনসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। অধ্যক্ষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একটি মস্তান বাহিনী গড়ে তুলেছেন। প্রথমে মৌলভী হিসাবে মাদ্রাসায় যোগদান, পরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, এক পর্যায়ে নিজেই অধ্যক্ষ হয়ে গেছেন। শিক্ষকরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে বের করে দেয়া হয়। চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারী ইজ্জত উল্লা মৃত্যুবরণ করার বেশ কিছুদিন পরও তার নামে বেতন উত্তোলন করা হয়। তজমুল আলী বিদেশ যাওয়ার পরেও কয়েক বছর বেতন-ভাতা উত্তোলন, রেজাউর রহমান শিক্ষককে জোরপূর্বক মাদ্রাসায় আসতে না দিয়ে তার বেতন উত্তোলন করে আত্মসাত করা হয়েছে। থানা মৎস্য অফিস থেকে মাদ্রাসার জন্য দেয়া মাছের পোনা বিক্রি ও মাদ্রাসার মাঠ ভরাটের জন্য বরাদ্দ গম বিক্রি করে আত্মসাত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কামিল ডিগ্রী না থাকায় তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন না বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নোটিস দিলেও তিনি কর্ণপাত করছেন না।

সরকারী বিধি অনুযায়ী লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করার নিয়ম থাকলেও তিনি ক্যাশ নিজের কাছে রেখে হিসাব পরিচালনা করেন। মাদ্রাসার বড় বড় কাজ টেন্ডার অথবা কোটেশনের মাধ্যমে না করে নিজের লোক দিয়ে করে থাকেন।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংপুর আলিয়া মাদ্রাসার দুর্নীতি রোধে আজও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিরাজ করছে উত্তেজনা।